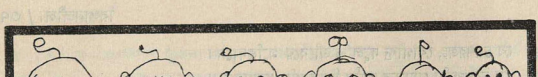

কথকতার গান

পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে বর্ষীয়ান কথক কুমুদবন্ধু আমাদের বার বার বলছিলেন যে কথকতা করতে গেলে গলায় সবরকম গান খেলাতে হবে, বাউল, কীর্তন, ভাটিয়ালি, ভজন, থেকে শুরু করে টপ্পা পর্যন্ত। শুধু খেয়ালটা বাদ। গান ছাড়া কথকতা কল্পনা করা যায় না।

তাই অনেক কথকই নামজাদা গীতিকার। শ্রীধর কথক তো প্রসিদ্ধ নাম। তাঁর লেখা গানের খাতা খুঁজে বের করে বঙ্গবাসী প্রেস বই ছাপিয়েছিল। শ্রীধর কথক, ১৬৯টি সঙ্গীতে পূর্ণ, জীবনবৃত্তান্ত সম্বলিত, বঙ্গবাসী প্রেস, ১৩০৭। বঙ্গের সরি মিঞা বলে তাঁকে অভিহিত করা হয়েছিল। অন্যান্য কথকরাও গান লিখতেন। সেইসবের কয়েকটা নমুনা আমরা এই অংশে পেশ করছি।

গোবরডাঙ্গার রামধন তর্কবাগীশ উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ের লোক। দীনবন্ধু মিত্রের সুরধুনী (১৮৭৯) কাব্যে তাঁর পদাবলীর সশ্রদ্ধ উল্লেখ আছে। তাঁর পদরচনার খ্যাতি ছিল, বৈষ্ণব মহাজনের পদানুসরণ করে তিনি ছন্দ-তালময় পদ রচনা করতেন। সেই পদগুলো এখানে সংকলিত হল।

কথকতা যাঁদের পেশা, তাঁদের কাছে গানের চাহিদা আছে। চালু জনপ্রিয় গানের সুরে কথা বাঁধা, কথকদের অভ্যাস ছিল। গান বেঁধে ও গানগুলিকে চটি পুস্তিকায় ছাপিয়ে বিক্রি করাই ছিল রীতি। এইরকম বই খুঁজলে পাওয়া যায়। ১২৯২ সনে ছাপা তারকব্রহ্ম কথক চূড়ামণির 'হরিকীর্ত্তন' এই গোত্রের বই। ১১ পৃষ্ঠার বই, মোট ১৪টা গান আছে। নির্দেশনামায় আছে, বাউলের সুর, দ্বিতীয় পালার গউরচন্দ্র, বৃন্দাবন বিলাসিনী রাই আমাদের সুর (গোবিন্দ অধিকারী রচিত বিখ্যাত গান), বাঁকা নদীর গতিক বুঝা ভার সুর, তাইতো বলি হরি বলরে মন সুর। চালু গীত, জনপ্রিয় সুর, সেইভাবে গান বাঁধলে দু পয়সা রোজগার হবে, অন্যান্য কথকরাও কিনবেন, কাজে লাগাবেন। উনিশ শতকে বাজার ও প্রেসের খেলার ছোঁয়াচ থেকে কথকতাও মুক্ত ছিল না। সুনীতি দেবীও 'কথকতার গান', মঙ্গলগঞ্জ মিশন প্রেস, ১৯২১, বলে বই ছাপিয়েছিলেন। জনপ্রিয় গানের সঙ্গে তাঁর স্বরচিত গান ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। 'হরিকীর্ত্তনের' সংকলনের দুটি গান আমরা উদাহরণ হিসাবে হাজির করেছি।

কথক মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় ভবঘুরে, গান সংগ্রহ করা তাঁর নেশা। বাউল, ছড়া, হিন্দী ভজন, সমসাময়িক ছেন লোক নেই, যার লেখা গান তাঁর খাতায় টোকা নেই। গানের বৈচিত্র্যও অনেক। বৈচিত্র্য বোঝাবার জন্য তাঁর প্রাগুক্ত খাতা থেকে নানা ভাবের, নানা রকমের কয়েকটা গান এখানে সংকলিত হয়েছে। ভাব ও পরিস্থিতি অনুযায়ী কথকতায় গানগুলি ব্যবহৃত হত।

প্রয়াত ফেলারাম বন্দ্যোপাধ্যায় কথক দ্বিজরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা, বাঁকুড়ার

সোনামুখীর বাসিন্দা ছিলেন। ১৩০৮ সালে তাঁর জন্ম, দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর ধরে তিনি রামায়ণী কথকতা করেছেন। তাঁর মৃত্যু সময় ১৩ই মে ১৯৯০, রবিবার। ফেলারামের ভক্তিগীতি রচনায় আধুনিক ভাষা ও সুর বিন্যাসের ছাপ স্পষ্ট. রুচির পরিবর্তন সেখানে স্বীকৃত। গানে সময়ের ছাপ কী করে পড়ে, রামায়ণাচার্য ফেলারাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত গীতাবলী তার বড় উদাহরণ। ভাষা বা সুরের বিন্যাসে তার সাক্ষ্য পাওয়া যাবে।
তাঁর দুটি গানের স্বরলিপিও সংযোজিত হল। দ্বিজরাজবাবুর গাওয়া গানের ভিত্তিতে স্বরলিপি তৈরি করে দিয়েছেন শ্রী ধ্রুব গুপ্ত।

ক. কথক রামধন রচিত পদ

(১) রাগিণী-তোড়ী ভৈরবী।
জনরঞ্জন হে। পামর-জন-পাবন ত্রিভুবনবন্দন
চরণরেণুকণ হে। ব্রজ-নরপতি-নন্দন যদু-
নন্দন রঘুনন্দন জয় জগদানন্দন হে ॥

(২) রাগিণী-কানেড়া।
ভবপ্লব মাধব রাম হরে। কেশব কৃষ্ণ
মুকুন্দ মুরারে। উদ্ধর মামতিদীনং হীনং
পতিতং হতসংসারে ॥

(৩) রাগিণী-মালকোষ।
হে হরে মুরারে। শ্রীযদুনন্দন মাধব মধু-
সূদন। হে দীন-জন-প্রতিপালক পশুপালক
বালক গোপীজনধন ॥

(৪) রাগিণী-বিভাস।
হে মানসমভিপূরয় পুরুষোত্তম জয় জগদীশ
হরে। জয় জয় মীনরূপধর জয় বরাহবর
কচ্ছপ জয় নৃহরে।

(৫) রাগিণী-মুলতান।
হে বিভো! বিতরকরুণামনুদিনম্ ভবদব-
দহনদাহমনুবারয়, তারয় মামতিদীনম্। ভব-
পয়োনিধৌ পতিতং গতিহীনম্ ॥

(৬) রাগিণী-মুলতান।
কুরু দীনে ময়ি করুণালেশম্। বিধি ভব-
ভাবিত চরণ-সরোরুহ হর মম ক্লেশমশেষম্ ॥

হে নন্দতনুজ মে যাচিতমেবং বারয় শমনপুর-
প্রাতিযানং সভয়-রামধন-বহুজন-সঞ্চিত-
কলিকৃত-দুরিতবিশেষম্ ॥

(৭) রাগিণী-সিন্ধু।
পামর মানস চিন্তয়সে কিম্। কুরু কেশবপদ-
ভজন সমাধিম্। তেন বিমোচয় মূঢ় মমাধিম্ ॥

(৮) রাগিণী-ভৈরবী।
হরে দামোদর হর মম ভবজলধৌ জননং মরণম্।
জলরুহদলচঞ্চলমিব সলিলং জীবনধনযৌবনমতিচপলম্ ॥

(৯) রাগিণী-ভৈরবী।
কেশব কৃপানিধান। করুণমবলোকয় কুরু
করুণাং ময়ি দীনহীনজনে। তব পদ-ভজন-
যজন-যাজন-পূজন-বন্দন-মনন-বিহীনে ॥

(১০) রাগিণী-ঝিঁঝিট।
ব্রজরাজ-কিশোর-সনাতন-রূপম্। ভাবয়
মানস মে সদা। তং প্রতি সম্প্রতি কিং
কথয়ামি জীবনং সফলং মে ভাবি তদা ॥

(১১) রাগিণী-খাম্বাজ।
পীত-বসন বনচারী। সুললিতনটবর রাস-
বিহারী। রমণীমথকৃত মুরলী-কূজিত গোপিত-
গোপীস্তে প্রেম-বিতারী ॥

(১২) রাগিণী-ঝিঁঝিট।
করুণানিধান কমলাপতে। কুরু করুণাং ময়ি
দীনগতে। কুবলয়-করিবর, কেশি-নিধনকর
কুপিত-কালিয়-কংসারাতে ॥

(১৩) বেহাগ
ময়ি দীনজনে কুরু করুণাবলেশম্। অপার-
ভব-ঘোরে মামুদ্ধর নিজদাসম্। যাচে নহীহ
মুরলীমোহন ধন-জন-যৌবন-মানম্। দশ'য় মামিত
দীনমনুক্ষণমনুপমনটবর-বেশম্ ॥

(১৪) পূরবী।
যদুনন্দন তারয় দীনগতে। রঘুনন্দন তারয়
দাশরথে। জয় জয় ভীষ্মকতনয়বর মামনু-
কম্পয় জয় জয় সীতা-প্রাণপতে ॥

(১৫) মন্দার।

মনো মে কিং কুরুষে। রাধাবল্লভ-চরণ-
সেবনমৃতে। ভ্রমমি ভূশং বৃথা বিষয়সন্ধানে
ভবিতা গরলং তদপি শেষে।

(১৬) মুলতান।

চিন্তয় চিন্তামণি-গোকুলচন্দ্রম্। নতুবা বিফলং
যাতি জননম্। মোহনমুরলী-মুখরিত-বিজনম-
লকালঙ্কৃতভালম্। মৌক্তিক-পঙ্‌ক্তি-বিনি-
ন্দিত-দশনং কুণ্ডলমণ্ডিতগণ্ডম্। যদি ভবপারং
যামি বিপারং ধনগদিতং কুরু সারম্। গোপী-
নন্দন-চরণ রেণু ত্বং তত্র সমর্পয় সর্ব্বম্।

সূত্র : বিপিন বিহারী চক্রবর্তী প্রণীত, খাঁটুরার ইতিহাস ও কুশদ্বীপ কাহিনী, কলিকাতা, ১৩০৮। পৃ. ২৯-২১২।
পুনর্মুদ্রিত, অমলেন্দু দে বিরচিত, মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা, ১৯৬৫, পরিশিষ্ট 'ক'।

খ. হরিকীর্ত্তন

৬ নং গান। দ্বিতীয় পালার গউর চন্দ্র সুর।

নমঃ নমঃ হে ও দীন দয়াল প্রবীণ,
শচীনন্দন গউর হরি। এস হৃদ পদ্মাসনে,
নিতাই সনে নিজগুণে দয়া করি। নাই তোমার
দয়ার অন্ত, হে অনন্ত, দাও হে দীনে চরণ ধরি।

৯ নং গান। বৃন্দাবন বিলাসিনী রাই আমাদের সুর।

হরি বলরে ভাই দিন বহে যায়। ভবে আর
বেলা নেই, আর বেলা নাই দিন বহে যায়।

…হরির নামটি ত্রিপুরারি পঞ্চবদন ভরি,
গায়ে ভস্ম মেখে নয়ন মুদে বলেন হরি
হরি, হায়রে নামের বালাই। জগাই মাধাই
উদ্ধার হল বলে হরি হরি, এস আচণ্ডালে
লয়ে কোলে বলি হরি হরি…

সূত্র : তারকব্রহ্ম কথক চূড়ামণি রচিত হরিকীর্ত্তন, (আখ্যাপত্র নেই), ১২৯২ সন।

গ. কথক মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় শাস্ত্রী সংগৃহীত ও রচিত গান

হিন্দীগীত

মনোয়া ভজ নে সীতারাম।
ভজনে সীতারাম, মনোয়া কাহে না জপতে নাম ;
দিন গয়া জী হরিগুণ গাওয়ে গুরু দিয়া যো নাম।
রাম-গড়কে বৈঠে রামজী, সরকী মুজরা লিজে
লিজো য়ো য়্যাচা নকার করেগা উনকো ত্যায়ছা
দিজো লারকা বানা নানন পানন, তিনকো দুধ
পিনাওয়ে। মরণকানে শরণ নেকে, বাবাকর্ বোনা
ওয়ে। একনর ভুনে, দু'নর ভুনে ভুনে জগতসংসার।
জবন্ শুনকে যো নর ভুনে উন্‌কো নাহিপার'।

বাউনে—খেমটা।

আচ্ছা এক রঙ্গভূমি এসংসার।
ইহাতে দেখ্‌ছি যত চমৎকার।
আজ রাজা জমিদার, কান ভিক্ষাপাত্রসার,
এখন আনন্দ উৎসব হাস, পরে হাহাকার।
সবার এই কান্না এই হাসি, নোকের তবু এত অহঙ্কার।
এইযে সব দৃশ্য মনোহর, থাকবে না দণ্ড দুইপর,
যত গীতবাদ্য রং তামাসা, সুখের আড়ম্বর।
যখন সময় হবে, সব ফুরাবে, তখন, দেখবে কেবন অন্ধকার।
পথিক কয় শোনরে আমার মন পেয়েছিস ভানো
আয়োজন, এখন সাবধানে খেন, খেনা করেয়ে যতন।
নৈনে পটক্ষেপণ হইনে পরে, পাবে অনুযোগ আর
তিরস্কার ॥

ছড়া।

মা বেটী কাট্‌না কাটে, পেটের দায়েতে।
মুটেগিরি করে বাপ্, শিয়ান্ দহেতে

ছেনে কিন্তু বড় বাবু, বড় নাম ধরে…।
হাকিমের পদ্ পেয়ে, হুকুম্ জারি করে ॥

ধন্য কনি বলিহারি, মহিমা তোমার।
এমন শাসন বন, হবে আর্ কার্ ॥

স্তোত্র।

জয় জয় যদুপতি, জগতোজীবন।
জয় জয় কংসঘাতী, কেশীনিপাতন ॥
জয় জয় বংশীধারী, বিপদোতারণ।
জয় জয় দুঃখহারী, দারিদ্র্য মোচন ॥

জয় জয় ব্রজরাজ, বিঘ্ন বিনাশন।
জয় জয় নবসাজ, নরক বারণ…॥

জয় জয় যজ্ঞেশ্বর, জনদ বরণ…।
জয় জয় কানবারী, কানীয় দমন ॥

জয় জয় হৃষীকেশ, হৃদয় রতন…।
দেহিপাদপদ্ম দীনে, পতিতোপাবন ॥

রাবণের যোগীবেশ।

গীত।

'সদা ববম্ ববম্ ববম্ বাজিতেছে গান।
দেখ যোগীর বেশে রাবণ এসে সীতের কাছে,
—কচ্ছে হুন ॥ বাঘছান কোটী শোভন, সর্ব্বাঙ্গে
বিভূতি লেপন ; মস্তকেতে জটাভার করেছে ধারণ'
বনে ভিক্ষাং দেহি সুন্দরি আমি উপবাসী
কত কান ॥ ০ ॥

দক্ষযজ্ঞ।

সতী ভগ্নীগণ প্রতি।

গীত।

তাই ভাবিগো মনে, নিমন্ত্রণ বিনে 'কেমন করে যজ্ঞে
যাই বন না। তোমরা সবে যাবে' সমাম্বর পাবে' আমি
গেলে পিতা কথা কবে না। একে আমি অতি ভিষণ
বীর ঘরণী' বিধাতা করেছেন জনম দুঃখিনী 'শিবের
অপমানে হনাম অপমানী' শিব নিন্দা আমার
প্রাণে সবেনা।

সূত্র : মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের খাতা।

ঘ. শ্রীফেলারাম বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত কথকতার গীত।

১. রামায়ণ দেহতত্ত্ব।

ঘরের ভিতর চুপটি করে, দেখ্ দেখি মন রামায়ণ।
চলছে খেলা সমান ভাবে, নাইরে বিরাম অনুক্ষণ॥
আত্মারাম ঐ সহস্রারে, কাঁদছে বসে সীতার তরে।
কুলকুণ্ডলিনী সীতায় হরে, দশেন্দ্রিয় দশানন॥
কাম ক্রোধাদি সৈন্য পেয়ে, রাখে মাকে লুকাইয়ে।
অধোমুখে মলিন হ'য়ে মায়ের ঝরিছে নয়ন॥
মায়া সাগর শতেক যোজন, ছ'টা চক্র স্থাবর জঙ্গম।
দুরন্তরে মাতা পড়ে, কেমনে হ'বে মিলন॥
মুমুক্ষুত্ব সুগ্রীব সনে, মিত্রতা কর যতনে।
মন রূপী হনুমানে, রাম মন্ত্র করাও শ্রবণ॥
যমাদি সব কপি সাথে, সেতু বাঁধো সুদূর পথে।
জুটবে আসি আপনা হতে, ধর্ম্মরূপী বিভীষণ॥
যুক্তি করি তারি সনে, জ্ঞান ধনুকে ভক্তিবানে।
বধ দুষ্ট দশাননে, চিন্তা কেন অকারণ॥
কাঙাল দ্বিজ "ফেলু" ভাবে, মায়ের উদ্ধার তবেই হ'বে।
ঘরে বসে দেখতে পাবি, সেই অপরূপ যুগল মিলন॥

২. বাউল।

তোর দিন গেল মন ব'য়ে।
বাজে কাজে বৃথা মজে, বাজে কথা ক'য়ে॥
রং বেরং-এর পোশাক এঁটে মজে অভিনয়ে।
ভাঙলে নাটক কাঁদতে হবে, সবই খুলে দিয়ে॥
শশক হয়ে আছো বসে চোখ দুটি বুজিয়ে।
তোর মাথার উপর রাখছে হিসাব, একজনা বসিয়ে॥
বুক ফুলিয়ে যাচ্ছ চলে, বিষয় নেশা খেয়ে।
শেষে অনুতাপে প্রাণটা যাবে, নেশার ঘোর কাটিয়ে॥
কেবা ভাল কেবা মন্দ, দেখলি নারে চেয়ে।
ভালোয় ভালো বাসতে নার, যত মন্দ জনায় পেয়ে॥
দেখে শুনে রইলে "ফেলু" হতবুদ্ধি হয়ে।
ছুটরে ত্বরা ধরগে কেঁদে, গুরুর চরণ গিয়ে॥

৩. ভজন

তুমি এসোহে তুমি এসোহে, মম তৃষিত তাপিত হৃদয়ে।

আমি দীনহীন কাঙালের মত একেলা আছি গো পড়িয়ে ॥
ভোগ সুখ আশা যা কিছু জগতে, রেখোনা গো কিছু আমার
বলিতে ।
শুধু এ জীবন তোমারি আশাতে, অকাতরে দিনু বিলায়ে ॥
এসো শীতল সলিল মরুর মাঝারে, শারদ চাঁদিমা নিশীথ আঁধারে ।
এসো শান্ত জীবনে মলয় মারুত, মন্দে মন্দে বহিয়ে ॥
এসো এসো তুমি এসো, মম নিভৃত হৃদয় কন্দর মাঝে এসো
এসোতুমি এসো ॥
এসো মুনিগণ চির বাঞ্ছিত ধন, যোগীজন চিত নন্দন ।
এসো লাঞ্ছিত কর কাম কঠিন, সাধক হৃদি রঞ্জন ॥
ভব রোগ শোক নাশক এসো অজ্ঞান জ্ঞান দায়ক ।
এসো নায়ক এসো তারক, এসো জগ মঙ্গল কারক ॥
আমি হৃদি মাঝে রূপ নেহারী ॥
একবার এসো এসোহে নীল গিরি, হৃদি মাঝারে রূপ নেহারী ॥

৪. সীতাউক্তি

পরাণ থাকিতে পরাণ বঁধুয়া, আর কি পাইব তোমা দেখিতে ।
হৃদয় দেবতা অন্তর ব্যথা, আর কি যাইবে মম দূরেতে ॥
দিবস যামিনী নয়নের বারি, যতনে কোমল করে মুছাতে ।
নিকটে আসিবে কহিবে গো কথা সোহাগে হৃদয়ে ধরিতে ॥
দরশ পরশ লালসে রেখেছি, এখনও পরান দেহেতে ।
আদর যতন মধুর বচন, কেমনে পারিগো ভুলিতে ॥
তোমার আদরে আদরিনী সীতা, কাতরে লুটিছে ধূলিতে ।
এসোহে প্রাণেশ মুছাইতে ক্লেশ, পারি না রহিতে সহিতে ॥

৫. বাউল

(রামপ্রসাদী সুর)

মন রে ভালো ব্যবসা পেলি ।
চৌদ্দ সিকে মূলধন পেয়ে ফেঁপে ফুলে মস্ত হ'লি ॥
গ্রাহক দেখে নায়ক সেজে, ফের বাজিতে মজে গেলি ।
কর্ম্মচারী ছ'জন রেখে, ন'টা দুয়ার খুলে দিলি ॥
কার কি নেব, কার কি পাব, খতেন খাতায় ঠিক নামালি ।
তোর সাধের দোকান লুট হ'য়ে যায়, সেদিকে ঠিক না রাখিলি ॥
মহাজনের ভাঙলি টাকা, পরিশোধের কি করিলি ।
এবার পরোয়ানা দাখিল হ'বে পড়বি বাঁধা আজ কি কালি ॥
এসব হিসাব নিকাশ না বুঝিয়ে, "ফেলু"রে তুই গোল্লায় গেলি ।
কেবল হা অর্থ যো অর্থ করে ; দেশ বিদেশে ঘুরে মলি ॥

৬. মহাবীর স্তব

মহাবীর জয় মহাবীর, জয় মহাবীর জয়।
প্রভাবে তোমার অভাব ভাবনা, সব নিবারণ হয়॥
অনল অনিলে সাগরে সলিলে, পর্ব্বতে নাহি ভয়।
সীতারাম বলে রাম কৃপাবলে, লভিলে সব বিজয়॥
হুঙ্কারে তব রিপু নিশাচর, সমূলে বিনাশ পায়।
নিশ্বাসে ঘোর মোহ লঙ্কাপুর, নিমেষে পুড়ে ছাই হয়॥
মুখে রঘুবীর ভিতর বাহির, করিয়াছ রামময়।
বক্ষ চিরিয়া সীতারাম রূপ, দিলে দেখায়ে সবায়॥
"ফেলু"র মিনতি হে বীর মারুতি, নমি সদা তব পায়।
করহ আশীষ রঘুপতি পদে, মতি যেন সদা রয়॥

৭. ভজন

মম অস্থির চিত কর সুস্থির, ওগো তুমি চির শান্ত।
বিপথ বিপাকে আর কতদিন, রাখিবে করিয়া ভ্রান্ত॥
মম, নিভৃত হিয়ার নীরব বেদন, উদাস প্রাণের আকুল রোদন।
তুমি যদি নাহি দেখ প্রিয়তম, কে করিবে বল অন্ত॥
ব্যথিতের ব্যথা তুমি না বুঝিলে, চির পতিতেরে তুমি না তুলিলে।
নিরাশার আশা তুমি আছ বলে, চারিদিকে ঘন ধান্ত॥
চির অপরাধী তাই কি জীবনে, বঞ্চিত হ'ব তব কৃপা গুণে।
চাহিবে না কিগো নয়নের কোনে, "ফেলু" পথ হারা পান্থ॥

৮. ভজন

বিমল আনন্দে সুললিত ছন্দে, জগদানন্দে ডাকোনা রে।
ডাকিলে যতনে যোগারাদ্ধধনে, কোন যাতনা প্রাণে র'বে না রে॥
দূরে পরিহর কুহকিনী আশা, ত্যজরে নিদাঘ বিষয় পিয়াসা।
সুধাভ্রমে বিষপানে, হারায়ো না, জ্ঞান চেতনা রে।
ঘুম ঘোর কেটে যাবে, স্বপন ফুরাইবে, আপাতশ্রমধুর সুখ র'বে না রে॥
প্রেমানুরাগ ভাব মৃন্ময়ে, ভকতি সলিল যতনে সিঞ্চিয়ে।
জীবন চক্রে ঘুরায়ে ফিরায়ে, পীরিতি ঘটিকা গড়না রে।
তোমার এ ঘটে সকলি আছে, কেনরে ভাবনা মিছে,
জ্ঞানের দেউটি জেবলে দেখোনা রে॥

৯. রূপ বর্ণনা

সে কার মত।
বলিবারে যাই ভাষা নাহি পাই, বলি বলি বলা হয় না তো ॥
নিরখী বিপুল জ্যোতির বিকাশ চন্দ্র সূরয হ'লো কি প্রকাশ।
ভাবিয়া দেখিলে মিথ্যা এই ভাষ, হয় না তো কভু সঙ্গত ॥
চন্দ্র সূরয বাহিরের স্তরে, বাহিরের তম নাশিবারে পারে।
সে যে বহিরন্তর আলোকিত করে, জ্যোতির আধার অদ্ভুত ॥
যদি বলি তবে মকরধ্বজ, সে কথা বলিতে পাই বড় লাজ।
মদন অরূপ সে যে রসকূপ, স্বরূপে ব্রহ্মাণ্ড আলো করে ॥

স্বরলিপি

"বিমল আনন্দে সুললিত ছন্দে"

মা মা মা মা |

II {সা সা সা সা | সা মা মা -া I
বি ম ল আ ন ন্ দে ০

I মা পা পা পা | পা পা পা -া I
সু ল লি ত ছ ন্ দে ০

I সা ^{স}দা দা -া | দা দা দা পা I
জ গ দা ০ ন ন্ দে ০

I পা ^{প}দা পা -া | ^{দ}পা া া মা} II
ডা কো না ০ রে ০ ০ ০

II পা র্সা র্সা ণা | র্সা -া র্সা ণা I
ডা কি লে য ত ০ নে ০

I পা ণা ণা ণা | ধা $^{র্স}$ণা ণা দা I
যো গা রা ম্ধ ধ নে ০ ০

I দা দা দা দা | দা া পা দা I
কো নো যা ত না ০ প্রা ণে

I মা পা ^{প}দা া | পা -া -া -া II
র বে না ০ রে ০ ০ ০

II সা মা মা মা | মা -া মা গা I
দূ রে প রি হ ০ র ০

I মা পা পা পা | পা -া পা া I
কু হ কি নী আ ০ শা ০

I সা দা দা দা | দা া পা মা I
ত্য জ রে নি দা ০ ঘ ০

I পা ণা ণ ণ | দা া পা মা I
বি ষ য় পি য়া ০ সা ০

I	প	˚র্সা	র্সা	র্সা	|	র্ণা	র্ণা	দা	র্স'ণদা	I
	সদ্	ধা	ভ্র	মে		বি	ষ	পা	নে	
I	দা	দা	.দা	দা	|	পা	দা	পা	মা	I
	হা	রা	য়ো	না		ম	০	০	ন্	
I	পা	˚দা	ণদা	-া	|	পা	-া	-া	-া	I
	চে	ত	না	০		রে	০	০	০	
I	সা	পা	পা	পা	|	পা	পা	দা	পমা	
	ঘদ্	ম	ঘো	র		কে	টে	যা	বে	
I	মা	মা	মা	মা	|	মা	া	মা	মা	I
	স্ব	প	ন	ফদ্		রা	০	ই	বে	
I	জ্ঞা	জ্ঞা	জ্ঞা	জ্ঞা	|	ঋা	জ্ঞা	পা	মা	
	আ	পা	ত	ম		ধদ্	র	সদ্	খ	
I	জ্ঞা	জ্ঞা	ঋা	-া	|	সা	-া	-া	-া	II
	র	বে	না	০		রে	০	০	০	
II	জ্ঞা	া	মা	া	|	ণা	দা	দা	ণ	I
	প্রে	০	মা	০		নদ্	০	রা	গ	
I	র্সা	র্সা	র্সা	র্সা	|	র্সা	-া	র্সা	-া	I
	ভা	ব	ম্	ন্		ম	০	য়ে	০	
I	র্সা	র্ঋা	র্ঋা	র্ঋা	|	র্ঋা	া	র্সা	-া	I
	ভ	ক	তি	স		লি	০	ল	০	
I	ণ	র্সা	র্দা	ণ	|	র্সা	-া	র্সা	া-	I
	য	ত	নে	সি		ঞ্চি	০	য়ে	০	
I	পা	র্সা	র্সা	র্সা	|	-া	র্সা	-া	ণা	I
	জী	ব	ন	চ		০	ক্রে	০	০	
I	ণা	ঋ'ণা	ণা	ণা	|	ধা	ˢণা	ণা	দা	I
	ঘদ্	রা	য়ে	ফি		রা	০	য়ে	০	

I	দা	দা	দা	পা |	দা	দা	পা	দা	I
	পী	রি	তি	ঘ	টি	কা	০	০	
I	মা	পা	ⁿদা	া |	পা	-া	-া	-া	II
	গ	ড়	না	০	রে	০	০	০	

এর পর “এ ঘটে……দেখোনারে”-র সুর “প্রেমানুরাগ……ঘটিকা গড়না রে”-র অনুরূপ, কেবল ‘এ ঘটে’র আগে পঞ্চমে ‘তোমার’ কথাটি যুক্ত হয়েছে গানের সময়।

“দীনহীন ‘ফেলু……ডাকোনারে”-সুর “ঘুম ঘোর কেটে……রবে না রে”-র অনুরূপ দুই স্তবক তাল ছেড়ে গাওয়া হয়েছে, তাল কাহারবা। সুরে ভৈরবী রাগিণীর উপস্থিতি লক্ষ করবার মত। স্থানে স্থানে দ্বিজেন্দ্র গীতি, অতুলপ্রসাদী গানের এবং মুকুন্দ দাসের সুরের সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে। এ গানের সুর রাগাশ্রয়ী পুরাতন বাংলা গানের সুরের আত্মীয়, লোকসংগীতের সুর নয়।

“মহাবীর স্তব”

ধা	II	ধা	-া	ণা	-া |	-া	-া	-া	ণা	I
ম		হা	০	বী	০	০	০	০	র	
	I	ধা	ধা	-া	ণা |	ধা	পা	ধপা	ধা	I
		জ	য়	০	ম	হা	০	বী	র	
	I	মা	মা	-া	মা |	ধা	-া	ণা	ণা	II
		জ	য়	০	ম	হা	০	বী	র	
	II {	র্সা	র্সা	র্সা	র্সা |	র্সা	-া	ধা	ধা	I
		প্র	ভা	বে	তো	০	০	মা	র	
	I	—	র্সা	র্সা	র্সা |	র্রা	র্সা	র্সা	ধা }	I
			অ	ভা	ব	ভা	০	ব	না	
	I	—	ধা	ধা	ণা |	ণা	পা	পা	ধা	I
			স	ব	নি	বা	০	র	ণ	
	I	মা	মা	-া	মা |	ধা	০	ণা	ণা	II
		হ	য়	০	ম	হা	০	বী	র্	

II {	গা	গা	গা	গা | গা	গা	রা	-া	I
	অ	ন	ল	অ নি	০	লে	০	
I	মা	মা	মা	গা | পা	মা	মা	া	I
	সা	গ	র	স লি	লে	০	০	
I	ধা	ধা	ধা	ধা | পা	া	ধা	ণা	I
	প	র	ব	তে ০	০	না	হি	
I	র্সা	র্সা	-া	-া | -া	-া	-া	-া }	I
	ভ	য়	০	০ ০	০	০	০	

"সীতারাম বলে.....সব বিজয়" এর সুর "প্রভাবে তোমার.....নিবারণ হয়" এর অনুরূপ।
"হুঙ্কারে তব.....পুড়ে ছাই হয়" এর সুর "অনল অনিলে".....সব বিজয়ের অনুরূপ।

এর পর থেকে প্রতি দুই চরণ একই সুরের পুনরাবৃত্তি।
কেবল "মুখে রঘুবীর" এর আগে 'তোমার' কথাটি গান্ধারে উচ্চারিত হয়েছে, এবং 'ভিতর বাহির' কথাতে মধ্যম-ধৈবত মিলিয়ে একটা ছোট অলংকরণ করা হয়েছে। ভণিতায় 'ফেলু'-র আগে 'দীন' উচ্চারিত হয়েছে।
স্বরলিপি আট মাত্রায় কাহারবা করে লেখা হয়েছে কিন্তু মাঝখানে গাইবার ঝোঁক থেকে মনে হয়েছে একে রূপকড়া (৩।২।৩, অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের 'কেন সারাদিন ধীরে ধীরে'-র মত) তালে বাঁধা যায়। □